প্রথম আলো

তারিখ 17 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

াঠ্যসূচিতে কাটছাঁট ছুটির দিনে ক্লাস ও পরীক্ষা

নিশ্চয়তায় উদ্বিগ্ন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা

জষ প্রতিবেদক

রান ঢাকার মাহ্‌বুব-রওশন দম্পতি সন্তানের রীক্ষার কারণে গ্রামের বাড়িতে ঈদ করতে ননি। কারণ ঈদের ছুটির পর স্কুল খুললেই য়ে নীপার দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষা শুরু ওয়ার কথা।

মেয়ের পড়াশোনা ও পরীক্ষা নিয়ে সচেতন -বাবার সেই চিন্তা এখন দুশ্চিন্তায় পরিণত য়েছে। প্রস্তুতি ভালো হলেও নীপার বিদ্যালয়ে ওয়া, পরীক্ষায় অংশ নেওয়া, এমনকি রাপদে বাসায় ফেরা নিয়ে মা-বাবা ও মেয়ে স্থির সময় কাটাচ্ছেন।

এ অবস্থা শুধু নীপার মা-বাবারই নয়, জধানীর প্রায় সব অভিভাবক কম-বেশি একই কম উদ্বিগ্ন। তারা প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়ে খোঁজ চ্ছেন, ফোন করছেন শিক্ষকদের কাছে। নতে চাচ্ছেন, আগামীকালের পরীক্ষা বা ক্লাস বে কি না। স্থগিত পরীক্ষা কবে হবে।

অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত হওয়ার পর তকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর ক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। বে আগামী রোববারের পর কী হবে, সে শঙ্কা রয়েই গেছে। আজ শুক্রবার ছুটির দিনে

ছুটির দিনে ক্লাস ও পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ক্লাস ও পরীক্ষা নেবে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। গতকাল বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছে।

রাজনৈতিক কর্মসূচির ফাঁকে ফাঁকে ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ায় শিক্ষার্থীদের পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ ও মানসিক যন্ত্রণা। রাজধানীর বেশ কয়েকটি স্কুল-কলেজের শিক্ষকেরা *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন, শিক্ষার্থীদের হয়রানির কথা মাথায় থাকলেও বছরের শেষভাগে এসে এভাবে পাঠ্যসূচি ও লেখাপড়া শেষ করা ছাড়া আর উপায় কি?

নুরিনা দূর্বা গাইন গত বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত জানত না যে, পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে তার বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। আজ শুক্রবারও তাকে বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষায় বসতে হবে। পরীক্ষার সূচিতে পরিবর্তন হওয়ায় হলিক্রস বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী নুরিনার মতো অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

নুরিনার মা জোসেফিন গাইন বললেন, 'ভীষণ অনিশ্চয়তা আর দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। কবে স্কুল খুলবে, কোন তারিখে কোন পরীক্ষা তা ঠিকমতো জানার কোনো উপায় নেই। বাচ্চারাও দুশ্চিন্তায় আছে, পড়াশোনা করছে না ঠিকমতো।'

ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুল কর্তৃপক্ষ বার্ষিক পরীক্ষা এগিয়ে এনেছে। ১৪ দলের অবরোধ আবার ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে পারে তাই ২০ ও ২১ নভেম্বরের পরীক্ষা ১৭ ও ১৮ নভেম্বর শুক্র ও শনিবার ছুটির দিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্লে গ্রুপের ক্লাসও ছুটির দিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুলের ছাত্রী নুসরাত জাহান মীম ছুটির দিনে স্কুল খোলা থাকার বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। গত কয়েক দিন তো এক ধরনের ছুটিই ছিল, তাহলে কেন মন খারাপ? এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, "গত কয়েক দিন তো ছুটি ছিল না, বন্দি ছিলাম। ছাদে খেলতে যেতে পারিনি। এমনকি দুপুরে বারান্দায় গেলেও আম্মু বলেছেন, 'ঘরের বাইরে কেন যাও? গুলি-টুলি কিছু একটা যখন লাগবে তখন বুঝবে।"

ভিকারুননিসা নুন স্কুলের ধানমন্ডি শাখার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী রামিশা রায়হানার মন গতকাল স্কুলে গিয়ে সেই যে খারাপ হয়েছে, এখনো ভালো হয়নি। ছোট্ট রামিশার কষ্ট এখানেই যে, ওর আব্বু বলেছিলেন অবরোধের কারণে বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি। তাই শুক্রবার সকালে সাভার নিয়ে যাবেন। এখন যাওয়াই হবে না।

ছুটির দিনে পরীক্ষা বা ক্লাস নিয়েও নির্ধারিত পাঠ্যসূচি শেষ না হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এ জন্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পাঠক্রম সংক্ষিপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সালভেশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইয়াছিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'রাজনৈতিক সংকটের কারণে হরতাল-অবরোধ হতে পারে—এ আশঙ্কা আমাদের ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা পাঠক্রম একটু সংক্ষিপ্ত করেছি। আর সিদ্ধান্ত নিয়েছি ছুটির দিনে প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার।'

বংশাল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আশঙ্কা, রাজনৈতিক সংকট যেভাবে শুরু হয়েছে জোড়াতালি দিয়ে এবং পাঠক্রম কমিয়ে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার কথা ভাবছেন তারা।

বিদ্যালয়পড়ুয়া শিশু-কিশোর ছাড়াও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হওয়া স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া থমকে গেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা একের পর এক পিছিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক কলেজগুলোর অনার্স পার্ট-৩-সহ বিভিন্ন পরীক্ষা ইতিমধ্যে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহীম *প্রথম আলোকে* বলেন, পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে তারিখ পুনর্নির্ধারণ করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো পরীক্ষা থাকে। তিনি বলেন, 'কোনো একটি বড় পরীক্ষা অর্থাৎ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পেছালে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন দুই থেকে তিন সপ্তাহ পিছিয়ে যায়।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হারুন অর রশিদ সিকদার *প্রথম আলোকে* বলেন, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় লেখাপড়ার যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে তা পুষিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হবে। তারপরও শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।